তাৎপর্য্যপূর্ণ শব্দঃ
কৃতজ্ঞতা
সহমর্মিতা
আন্তরিকতা/ সত্যতা
ধারাবাহিকতা

Aidilfitri Sermon

Islamic Religious Council of Singapura

1 Syawal 1446H

A Mukmin's Values: Gratitude, Compassion, and Sincerity

একজন বিশ্বাসীর মূল্যবোধঃ কৃতজ্ঞতা, সহমর্মিতা ও আন্তরিকতা

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ

اللهُ أَكْبَرُ كُلَّمَا صَلَّى الْمُصَلِّي وَكَبَّرَ

اللهُ أَكْبَرُ كُلَّمَا صَامَ الصَّائِمُ وَأَفْطَرَ

اللهُ أَكْبَرُ كُلَّمَا أَنْعَمَ عَلَى الْمُنْعَمِ فَشَكَرَ

اللهُ أَكْبَرُ كُلَّمَا ابْتَلَى الْمُبْتَلَى فَصَبَرَ

لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ

اللهُ أَكْبَرُ وَ للهِ الْحَمْدُ

الحَمْدُ للهِ الَّذِي تَفَضَّلَ عَلَيْنَا بِكَرَمِهِ وَإِحْسَانِهِ، وَرَزَقَنَا الصَّبْرَ وَالِاحْتِسَابَ بِقَدَرِهِ وَقَضَائِهِ، وَحَفِظَنَا مِنْ جَهْدِ البَلَاءِ وَسُوءِ قَضَائِهِ، وَحَبَّبَ إِلَيْنَا الإِحْسَانَ إِلَى خَلْقِهِ وَعِيَالِهِ، فَلِلَّهِ الحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ

والأَرْضِ إِلَهَ العَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ذُو الْعَرْشِ الْكَرِيمِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ذُو الخُلُقِ العَظِيْمِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الغُرِّ المَيَامِيْنِ. نَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ أَدَّى الأَمَانَةَ، وَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ، وَنَصَحَ الأُمَّةَ، وَجَاهَدَ فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ حَتَّى أَتَاهُ اليَقِينُ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُوْنَ، أُوْصِيْكُمْ وَنَفْسِيْ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَدْ فَازَ الْمُتَّقُوْنَ.

সম্মানিত মুসলিম সুধী,

আজকের সকালে গভীর **কৃতজ্ঞতা** বা **শোকর** নিয়ে আমরা ঘুম থেকে উঠেছি। আমরা **কৃতজ্ঞ** মাসব্যাপী সিয়াম সাধনার সাথে রমজান মাস শেষ করার রহমতের জন্য। আমরা **কৃতজ্ঞ** আনুগত্যের সহিত ও ভাল কাজের দ্বারা রমজান মাসকে উদ্দীপ্ত করার শক্তি আমাদেরকে দেয়ার জন্য। বিগত একমাসে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অপরিসীম করুণা ও ভালবাসা অনুভব করতে পেরেছি বলে আমরা **কৃতজ্ঞ**।

আমাদের এই **কৃতজ্ঞতাবোধ** প্রকাশিত হচ্ছে তাকবীর ও তাহমিদের মধ্য দিয়ে যার দ্বারা আমরা ঘোষণা করছি যে আল্লাহ সবচেয়ে মহান, আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই, এবং সকল প্রশংসা শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলারই প্রাপ্য।

আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা সুরা বাকারার ১৮৫ আয়াতের শেষ অংশে রমজান মাসে সিয়ামের কথা বলেছেনঃ

وَلِتُكْمِلُوا۟ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا۟ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

যার অর্থঃ *“এবং যেন তোমরা রোজার জন্য নির্ধারিত সময় পূর্ণ কর এবং তোমাদিগকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য আল্লাহর মহিমা ঘোষণা কর, এবং যাহাতে তোমরা* ***কৃতজ্ঞ*** *থাকিতে পার।”*

সদ্য সমাপ্ত রমজান মাস যেন আমাদের **তাকওয়া** বৃদ্ধি করে, আমাদের অন্তরকে সযত্নে প্রতিপালন করে, আমাদের আত্মাকে সতেজ করে, এবং আমাদের অন্তরের আমিকে যেন পবিত্র করে। যাতে আমরা সহজে ভাল কাজের সন্ধান করতে পারি, এবং জীবনের চ্যালেঞ্জসমূহের সামনে **অবিচল** থাকতে পারি।

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ،
اللهُ أَكْبَرُ وَ للهِ الْحَمْدُ.

ইসলামের প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আমরা যখন ঈদ-উল-ফিতরের এই পবিত্র সকালে আমাদের বিজয় ও আনন্দকে উদযাপন করি, তখনও যেন আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও করুণা লাভের চেষ্টায় **অবিচল** থাকতে পারি। রমজান মাস চলে যাওয়ার সাথেই যেন আমাদের ভক্তি শেষ না হয়। বস্তুতঃ রমজান মাস আমাদের মধ্যে তিনটি মূল্যবোধকে স্থাপন করেছে যা আমাদেরকে ন্যায়পরায়নতার পথে স্থির থাকতে সাহায্য করবে।

প্রথম মূল্যবোধটি হচ্ছে কৃতজ্ঞতাবোধ বা শোকর। যেমনটি শুরুতেই বলা হয়েছে, কৃতজ্ঞতাবোধ থাকতে হবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছ থেকে প্রাপ্ত সকল আশীর্বাদ ও অনুগ্রহের জন্য যা রমজান মাসকে উদ্দীপ্ত রাখতে আমাদেরকে সাহায্য করেছে। যে বান্দা

সত্যিকার অর্থে আল্লাহর প্রতি **কৃতজ্ঞ** সে সব সময় **ধারাবাহিকতার** সাথে এবং অনলসভাবে সদগুণের অন্বেষণ করবে, রমজান মাসে এবং তার পরেও।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, এটা হ'ল **কৃতজ্ঞতার** সঠিক অর্থ। কৃতজ্ঞতা কেবলমাত্র অন্তরের স্বীকৃতি বা মুখনিঃসৃত কথায় নয়। ভাল কাজ করার এবং আনুগত্য প্রদর্শনের ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়েও **কৃতজ্ঞতা** প্রকাশ পায়। সুরা সাবা'র **১৩** নম্বর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যা বলেছেন তার সঙ্গেও এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ٱعْمَلُوٓا۟ ءَالَ دَاوُۥدَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِىَ ٱلشَّكُورُ ١٣

যার অর্থঃ *"হে দাউদ-পরিবার, তোমরা **কৃতজ্ঞতার** সহিত কাজ কর। কারণ আমার বান্দাদের মধ্যে অল্প কয়েকজনই **কৃতজ্ঞ**।"*

এখনও আমাদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করার অনেক সুযোগ আছে। এবং আশা করি আমাদের ধারাবাহিক প্রচেষ্টা আমাদের **কৃতজ্ঞতাবোধের** সাক্ষ্য দেয়। আমরা স্বীকার করছি যে এই পৃথিবীর জীবন চ্যালেঞ্জ মুক্ত নয়। বাস্তব সত্য হল এই যে বর্তমান পৃথিবী ক্রমান্বয়ে অধিকতর সংকটের দিকে যাচ্ছে, বিভিন্ন স্থানে নানাবিধ সংঘর্ষ, ধ্বংসযজ্ঞ এবং অশান্তি লেগেই আছে।

এই বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে আমাদের প্রত্যেকেরই একটা ভূমিকা আছে। **শোকর** অথবা **কৃতজ্ঞতা** বিশ্বাসীদেরকে উদ্বুদ্ধ করে একটি ভাল সমাজ সৃষ্টিতে অবদান রাখার জন্য। সঠিক অর্থে কৃতজ্ঞ একজন মানুষ দীর্ঘমেয়াদী মঙ্গলের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার রহমতকে কাজে লাগান যাতে তা আমাদের ধর্মের জন্য এবং সমগ্র সমাজের জন্য মঙ্গল নিয়ে আসে।

আমাদের দেশে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি মুসলিম সমাজে ধর্মীয় জীবন গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই যে একটা আশীর্বাদ তা অক্ষুন্ন রাখার এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টাকে সহায়তা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব, এবং আমাদের মধ্যে কারও জন্য তার ব্যতিক্রম নেই।

এই প্রচেষ্টাগুলিকে প্রতিপালন করার জন্য আমাদেরকে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে যাতে আমাদের নেতৃত্ব এবং ধর্মীয় জীবনের ভিত্তি হয় ইহসান, রাহমাহ, এবং দয়াশীলতা যা আমাদেরকে শিখিয়েছেন নবী মুহম্মদ (সঃ)। এর ফলে আমাদের সন্তানেরা এবং যুবকেরা বেড়ে উঠবে কোরআনের আলোয় আলোকিত ব্যক্তি হিসাবে, এবং প্রতিষ্ঠিত হবেন মহৎ চরিত্র সম্পন্ন আদর্শ মানুষ হিসাবে। সেই রকম আদর্শ মানুষ যিনি ধর্মনিষ্ঠ মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখবেন, সবার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখবেন, এবং সমাজের কল্যাণে অবদান রাখবেন।

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ،
اللهُ أَكْبَرُ وَ للهِ الْحَمْدُ.

সম্মানিত উপস্থিত সুধী,

দ্বিতীয় যে মূল্যবোধটি হ'ল সহমর্মিতা অথবা ইহসান ও রাহমাহ।

পুরো রমজান মাস জুড়েই আমরা একটানা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার করুণা ও ভালবাসা লাভ করেছি। অপরিসীম করুণার মালিক আল্লাহ করুণা বর্ষণ করেন তাদের উপর যারা **আন্তরিকভাবে** তাঁর কাছে পথনির্দেশনা চান।

রমজান মাসে আমরা যে আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ লাভ করি তা আমাদের মধ্যে **সহমর্মিতা** বা ইহসান ও রাহমাহ স্থাপন করে। ইহা আমাদেরকে আল্লাহর সাহায্য ও করুণার উপর আমাদের নির্ভরশীলতার কথা স্মরণ করায়। মানুষ হিসাবে আমাদের যে ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা আছে তার সম্পর্কে আমরা আরও সচেতন হই। আমাদের মধ্যে যাঁরা কষ্টে আছেন এবং যাঁদের সাহায্যের প্রয়োজন তাঁদের সম্পর্কে আমাদের মাঝে বেশী করে সচেতনতার বিকাশ ঘটে।

তাহলে কি আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভরশীল বান্দা হিসাবে আমাদের উচিত নয় কষ্ট পীড়িত সকল মানুষের জন্য যত্নশীল ও উদ্বিগ্ন হওয়া?

বিশেষ করে আজকের বিশ্বে, যেখানে ঘৃণার বীজ ক্রমাগত সংঘর্ষের জন্ম দিয়ে চলেছে। এই রকম হওয়ার একটি কারণ মানুষের অন্তরে **সহমর্মিতার** অভাব। অন্তরের সেই শূন্যতা পূরণ করছে স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিকতা। **সহমর্মিতা** এতটাই ম্লান হয়ে গেছে যে অনেকেই অন্যের দুঃখ-কষ্ট দেখেও নির্বিকার থাকেন, এবং ভুলে যান যে এটা সেই মানুষদের সাহায্য সহায়তা করার একটা আহ্বান।

যখন **সহমর্মিতা** বিবর্ণ হয় তখন মানবতা গুরুতর বিপদের মুখে পড়ে। এই কারণেই নবী মুহম্মদ (সঃ) এর অনুসারীদেরকে সবসময় **ইহসান** সমুন্নত রাখার আদেশ দেয়া হয়েছ, কারণ এটা হল আমাদের ধর্মবিশ্বাসের অন্যতম প্রধান মূল্যবোধ। নবীজি বলেছেনঃ “বস্তুতঃ, আল্লাহ সকল ব্যাপারেই ইহসান এর নির্দেশ দিয়েছেন”। (মুসলিম বর্ণিত হাদিস)

কাজেই, একজন সত্যিকারের মুসলিম যেভাবে তার নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে, আমাদেরকেও অবশ্যই সেই একই ভাবে যাঁরা কষ্ট পাচ্ছেন এবং যন্ত্রনার মধ্যে আছেন তাঁদের যত্ন নিতে হবে এবং তাঁদেরকে সাহায্য করতে হবে।

তৃতীয় মূল্যবোধ হচ্ছে আন্তরিকতা বা সততা বা ইখলাস।

রমজানের সিয়াম আমাদেরকে **আন্তরিকতা** শিক্ষা দিয়েছে এবং আমাদের মধ্যে তা প্রতিপালন করেছে। কারণ একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলাই জানেন আমরা সারা দিন খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা থেকে নিজেদেরকে বিরত রেখেছিলাম কিনা।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, **আন্তরিকতা বা সততার** আরও একটি অর্থ হল এই যে আমরা অন্যের কাছ থেকে স্বীকৃতি বা প্রশংসা লাভের আশায় ভাল কাজ করি না, বরং তা করে থাকি কেবলমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে গ্রহণীয় হওয়ার জন্য। অন্য মানুষের কাছ থেকে পাওয়া স্বীকৃতি আমাদের মধ্যে লোকচক্ষুর আড়ালে করা সিয়াম, দান খয়রাত, এবং ভালো কাজের প্রতি **অবিচলতার** জন্ম দিতে পারে না।

আল বুখারী এবং মুসলিম বর্ণিত হাদিসে উল্লেখ আছে যে নবীজি (সঃ) গভীর **আন্তরিকতার** জন্য সম্মানিত হয়েছেন এমন মানুষের বর্ণনা দিতে বলেছিলেন, তাঁরা এমনভাবে দান করেন যে তাঁদের ডান হাতে করা দানের কথা তাঁদের বাম হাত জানতে পারে না।

আন্তরিকতা অথবা **সততা** হচ্ছে আমাদের ভাল কাজের **ধারাবাহিকতার** চাবিকাঠি। এটা নড়বড়ে হতে পারে না, কারণ যিনি আমাদেরকে সর্বদা দেখছেন তিনি সর্বত্র বিরাজমান। সুরা আন-নাহল এর **১৯** নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেছেনঃ

وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿١٩﴾

যার অর্থঃ *"তোমরা যাহা গোপন রাখ এবং যাহা প্রকাশ কর আল্লাহ তাহা জানেন।"*

আজকাল, আমরা প্রায়শঃই কিছু করার জন্য বা বলার জন্য চাপ অনুভব করি সামাজিক প্রত্যাশা বা ব্যাক্তিগত স্বার্থের কারণে। আমরা দেখি মানুষ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজেদের ভাল কাজের প্রচারের প্রতিযোগিতায় নেমে গেছেন। এমনকি অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা, যা ক্ষমাপ্রার্থী এবং আল্লাহর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকার কথা, তা-ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচারিত হচ্ছে।

মনে রাখবেন, **আন্তরিকতা** হচ্ছে আত্ম উন্নতি এবং সমাজ গঠনের ভিত্তি, কারণ শুধুমাত্র **আন্তরিকতাই** সকল কাজে আমাদেরকে **অবিচল** থাকতে সাহায্য করে।

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ،
اللهُ أَكْبَرُ وَ للهِ الْحَمْدُ.

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

আজ আমরা যে **কৃতজ্ঞতা** প্রকাশ করছি তা যেন শুধুমাত্র আমাদের জিহ্বায় সীমাবদ্ধ না থাকে, বরং তা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করুক এবং আমাদের সকল কাজের মাধ্যমে প্রকাশিত হোক। আসুন আমরা আমাদের অন্তরে **ইহসান** এর বীজ বপন করি, ক্রমাগত আমাদের **আন্তরিকতাকে** পরিশোধিত করি, এবং ভাল কাজ করার প্রেরণাকে বাঁচিয়ে রাখি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন আমাদের সব ইবাদত গ্রহণ করেন, ইহকালে এবং পরকালে আমাদের জীবনে আনন্দ প্রদান করেন, এবং আমাদের উপর তাঁর করুণা বর্ষণ করেন।

ইয়া আল্লাহ, ইয়া রাহমান, ইয়া রাহিম,

আজ আমরা এখানে হাজির হয়েছি শুধুমাত্র আপনার করুণা ও অনুমতির কারণে। আমরা রোজা রেখেছি, কোরান তিলাওয়াত করেছি, দান খয়রাত করেছি, এবং আপনার মহত্ব বর্ণনা করেছি, সবই শুধুমাত্র আপনারই জন্য। আমাদের অন্তরে বিশ্বাস এবং আপনার প্রতি ভালবাসা স্থাপন করুন, যেমন আপনি আপনার বান্দাদেরকে ভালবাসেন।

ইয়া আল্লাহ, ইয়া ওয়াহাব, ইয়া রাজ্জাক,

সত্যি, আপনি আমাদের প্রতি অপরিসীম অনুগ্রহ দেখিয়েছেন। আমরা সবসময় আপনার দয়া ও আদেশের উপর নির্ভরশীল। আমাদের জীবিকাকে বর্ধিত করে দিন এবং আপনার আশীর্বাদ বজায় রাখুন।

ইয়া আল্লাহ, ইয়া গাফুর, ইয়া শাকুর

আমরা তো আমাদের দোষ ত্রুটির কথা জানি এবং সেইজন্য আপনার সামনে আমরা লজ্জিত। আমাদের **কৃতজ্ঞতাবোধ** অপ্রতুল, আর আমাদের ভুলত্রুটি আর পাপ অসংখ্য কারণ আমরা আপনার নির্দেশ যথাযথভাবে মানতে পারিনা। আমাদের দোষ ত্রুটি ক্ষমা করে দিন, ইয়া আল্লাহ। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের অপরাধ থেকে আমাদেরকে শুদ্ধ করুন। আমাদেরকে কৃতজ্ঞ হতে সাহায্য করুন যাতে আমরা এমন ভাল কাজ করতে পারি যাতে আপনাকে খুশী করবে।

ইয়া আল্লাহ, আমাদের অন্তরে **সহমর্মিতা** ও **আন্তরিকতা** স্থাপন করুন, যাতে তা আমাদেরকে ভাল কাজ করার পথ দেখাতে পারে। আপনার অপরিসীম ক্ষমার গুণে আপনি আমাদেরকে আপনার খাঁটি বান্দাদের দলে যুক্ত করে দিন। আমাদেরকে এই পৃথিবীতে মঙ্গল দান করুন এবং আপনার জান্নাতে আমাদেরকে এবং আমাদের ভালবাসার মানুষদেরকে অনন্তকালের জন্য সুখ দান করুন।

আমিন, ইয়া রাব্বুল আলামিন।

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ،
اللهُ أَكْبَرُ وَ للهِ الْحَمْدُ.

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَ أَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَ لَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ

اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ

الْحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَ بَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، الْأَحْيَاءِ مِنهُم وَالْأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا الْبَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالْمِحَنَ، مَا ظَهَرَ

مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ الْبُلْدَانِ عَامَّةً، يَارَبَّ الْعَالَمِينَ. اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا اْلمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذْكُرُوا اللهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.